

1. ଫେରାର୍-ଫେରା ବଳେ କି ବୁଦ୍ଧିହୀନେ ଘୋରା ଫେରାର୍‌ରେ ଉନ୍ମୁଦ୍ଧ ବଢ଼େ ସାବନା ଡ଼ାକି ଯାଆନ୍ତା !—

[illegible][illegible]

i) ଆଗାକୁକ ସାଧନା :-

ii) अग्रिम विज्ञापन :-

আমাদের বিশ্বনাথ জাতি কলমনার স্বকৃৎ কল্পে আমাদের মনে
এই সব বিশ্বনাথ গঠন কল্পে প্রকাশিত তাদের স্বকৃৎ বা কলমনারিক বিশ্বনা
থলেন, এই বিশ্বনাথগণ মনে স্বকৃৎ জাতি কলমনার প্রকাশিত জাতি গঠন,
স্বকৃৎ দান, ইচ্ছা, স্বকৃৎ, স্বকৃৎ, স্বকৃৎ, স্বকৃৎ প্রকাশিত হল
আমাদের মনে স্বকৃৎ স্বকৃৎ বিশ্বনা জাতি স্বকৃৎ বা কলমনারিক বিশ্বনা,
আমাদের জাতি বিশ্বনা বা প্রকাশিত এই বিশ্বনাথ জাতি মনে প্রকাশিত
স্বকৃৎ আমাদের জাতি না, স্বকৃৎ বা স্বকৃৎ স্বকৃৎ স্বকৃৎ স্বকৃৎ
স্বকৃৎ স্বকৃৎ স্বকৃৎ স্বকৃৎ, স্বকৃৎ বিশ্বনা জাতি ও স্বকৃৎ না হল
এই বিশ্বনাথগণ কলমনারিক বিশ্বনাথ জাতি ও স্বকৃৎ হল প্রকাশিত

না, কেউই জেগাঠেঁয় মতে প্রহসন স্বীকৃত ওপর নির্দিষ্ট ব্যবস্থিত স্থানিকিত
জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়.

iii) সহজাত বা বুদ্ধিজাত স্বীকৃতি :-

সহজাত স্বীকৃতি হল অজিজ্ঞতা নিরূপণযোগ্য বুদ্ধি
সহজ স্বীকৃতি, বিজ্ঞান বুদ্ধি নকল দৃষ্টান্ত অন্য প্রহসন স্বীকৃতি ক্ষতি ও
বিবিক্ত অর্থাৎ প্রহসন স্বীকৃতি বিদ্যমান স্বীকৃতি কোন বস্তু বায়ু না, কোন না
আমাদের চিত্তের ক্ষমতা অবিদ্যমানতা দেখা মেয় দেখা সহজাত স্বীকৃতিগুলি
অবপেক্ষা ক্ষতি ও অন্তর্ভুক্ত বা মনে মনে ক্ষতি আছে এক বুদ্ধি
অনুভূতিতে স্বীকৃতি পড়ে, এই স্বীকৃতিগুলি সহজাত, কারণ দৈর্ঘ্যের মানুষের
অনুভূতিকে তাদের মনে অংশের বুদ্ধিত করে দেন, তবে অনুভূতিকে ক্ষমতা
মনে দৈর্ঘ্যের স্বীকৃতি উপস্থিত থাকলেও তা মুক্ত অবস্থায় থাকে,
বিবিক্ত হয় না, মানুষ যখন তার বুদ্ধি ক্ষমতা প্রকাশ্য করে
তখনই দেখাগুলি প্রকাশ্য পায়, জেগাঠেঁয় মতে সহজাত ক্ষমতাকে বিজ্ঞান
অর্থ আছে, কোন কোন পদ্ধতিতে এক-একটি পাত্ৰিকাত্মক অমুদ্রা থাকে
সেমন - ক্রমবর্ধক, নির্দিষ্ট ক্রমীয় ইত্যাদি, এর অর্থ এই নয় যে এর
পাত্ৰিকাত্মক অবলম্বিত ক্ষমতাই ওই ব্রোজটি আছে এক তত্ত্ব মাতৃগর্ভ
পেক্ষে ব্রোজটি সূত্রয় করে, আমাদের ওই পাত্ৰিকাত্মক অমুদ্রার মতো
ব্রোজটির অনুভূতি থাকে, এক অনুভূত পাত্ৰিকাত্মক মেনে কল্প ও কল্পও
ক্ষতি প্রকাশ্য পায়, একই কথা সহজাত স্বীকৃতি অমুদ্রা বলা যায়,
দৈর্ঘ্যের স্বীকৃতি হল অমুদ্রা এক সহজাত স্বীকৃতি.

কপোনল্টেন মনে করেন যে, জেগাঠেঁয় সহজাত স্বীকৃতি
এক অর্থে আমাদের চিত্তের প্রাথমিক অংশের, বা চিত্তাক্রান্তি থেকে প্রথম
নয় প্রথম থেকে দেখলে জেগাঠেঁয় ক্রমের প্রথমটি বলা যায় যদিও প্রথমের
পাত্ৰিকাত্মক এই যে জেগাঠেঁয় মতে চিত্তের অংশগুলিকে অজিজ্ঞতার মধ্যে
প্রকাশ্য করে যায় না, জেগাঠেঁয় মতে প্রথম ক্ষতি ও বিবিক্ত স্বীকৃতি সহজাত
অজিজ্ঞতা উপস্থিত পাত্ৰিকাত্মক ভিত্তি করলে মন সহজাত স্বীকৃতি উপস্থিত করে,
অজিজ্ঞতা থেকে অংশের পাত্ৰিকাত্মক যায় না, কপোনল্টেন মনে করেন যে,

এমন কোনও বস্তু থাকে না যে কেবল জড়মাত্র বস্তুনা প্রযুক্তি ও
চৈতন্যই বিশেষ্য একটি অর্থ বস্তুকে চৈতন্যমাত্র বস্তুহীন।

- ১) দেহ ও মনের সম্বন্ধে সমস্ত বিশেষ্য কেবলমাত্র মত তালোচনা বস্তু :-
- ২) কেবলমাত্র মত বস্তুমানুষ হলে দেহ-মানুষ সম্বন্ধে তাহা তবু এক অনুমান
একি। দেহ ও মন পদার্থের থেকে পৃথক্ ইতি এক এক দ্বি বস্তুকে আধিকারী,
যে কারণে দেহ-মানুষ সম্বন্ধে বিশেষ্য কেবলমাত্র বস্তুকে দ্বৈতবাদ বা দ্ব্য-
দ্বৈতবাদ (Substance dualism) বলা হয়, পদার্থের থেকে দ্বি বস্তুই মূল্যে
দেহ মনের উপর আর মনে দেহের উপর দ্বি বস্তু। একত্বের কেবলমাত্র
স্বাক্ষরকে দ্বি বস্তুপ্রতিদ্বি বস্তু বা মিলিতদ্বি বস্তু বলা,

দার্শনিক অনুমানের আর কেবলমাত্র অন্যতম
প্রধান ন্যায় ছিল মন বা জ্ঞান বা চেতনা বা Cogito কে কেবলমাত্র থেকে সমস্ত
পৃথক্ একটি দ্ব্য রূপে প্রতীতি করা, অর্থাৎ মেটিউকাল তিনি নিশ্চয় -
“আমি” হলে সমস্তভাবে এক সমস্তভাবে দেহ থেকে দ্বি এক দেহ দ্ব্য
আকারে - পায়ে,” মন বা চেতনা প্রবীণ বস্তু হলে চিন্তা, যদি কোন দ্ব্য
চিন্তা নামক বস্তুটি চৈতন্যমাত্র না থাকে তবে তা মন নয়, ‘চিন্তা বস্তু’ বস্তুটি
কেবলমাত্র অধানে কখনও অর্থ সমস্ত চেতন বস্তু দ্ব্যতক দ্বিভাবে কখনও
বস্তুহীন।

দেহ বস্তু হলে বিদ্যুতি, যে কোনো তড়িৎদেহ দ্ব্য,
দেহ ও বস্তু নামক তিনটি আধিকারী বস্তু, মানুষের দেহ হলে
তড়িৎ এক বিশেষ্য সমস্ত তবু বিদ্যুতির আধিকারী, কেবলমাত্র মত অনুমান
দেহের নিশ্চয়িত বস্তুহীন থাকে,

১) দেহ একটি জ্ঞান দ্ব্য মীমিত হয়,

২) দেহ একটি জ্ঞান তড়িৎ থেকে এক অন্যতম বস্তু তবু জ্ঞান আকারে পায়ে না,

৩) অর্জন, দর্শন, জ্ঞান, অধ্যয়ন বা জ্ঞান বস্তু মীমিত দেহকে প্রত্যয় বস্তু হয়,

৪) বস্তুদের হস্তক্ষেপ দ্ব্য দ্বি থেকে দেহ জ্ঞান পদার্থের বস্তুতে পায়ে না,

দেহ ও মনের সমস্ত বস্তু বস্তু হলে জ্ঞান দেহ ও মনের
কতগুলি মীমিত ন্যায় বস্তু, কেবলমাত্র বস্তুহীন যে জ্ঞান যদি চিন্তা
বস্তু সমস্ত বস্তুটি বস্তুটি বস্তু, একটি বস্তু থেকে প্রত্যয় বস্তু

পারি তাহলে তাহাদের কণ্ঠ ও মন সম্বন্ধে দুটি কথাই বলা যায়
পারবে,

প্রথমত, স্ফোৰ্ত্তের সত্ত্বা অনুযায়ী, দেহ নামক একটি বিকৃতি স্বল্পে অবস্থিত
কিন্তু মন তখন স্বাধীন নিশ্চিন্ত।

দ্বিতীয়ত, কৃত্রিম নিত্যের মন বিষয়ক কোনটি কোন কিছুই তখন নির্ভর করে
না, দেহের স্পর্শেও নয়, কিন্তু তাই এক যা দেহের অন্তর মনকে প্রভাব
করবে তাহলেই হয়।

তৃতীয়ত, বৌদ্ধিক ক্রিয়া ও বস্তুবিশেষ মর্মে পার্থক্য করলে সমস্ত স্ফোৰ্ত্ত
বলেছিলেন যে দ্বিতীয়টি কোনভাবে মনের প্রথম বৈশিষ্ট্য মতো মুক্ত
নয়, বৌদ্ধিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে মন তখনো সত্ত্বা হয় কিন্তু বস্তুবিশেষ
ক্ষেত্রে মন স্ফোৰ্ত্তময়ী হয়।

চতুর্থত, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধিত বস্তুমানিকে নিষ্করণে গ্রহণ করার ক্ষমতা
যেমন দেহের তাহে, মনের নয়।

পঞ্চমত, মন হল অবিকৃত্য দ্রব্য, কিন্তু দেহ বিকৃত্য।

স্ফোৰ্ত্তের দ্বারা মন দেহ ও মন বৈশিষ্ট্যের দ্বি-রূপে
দেহের মর্মে বস্তুবিশেষের সম্বন্ধে বস্তুহে, অর্থাৎ কারণতা দ্বিমুখী অর্থাৎ দেহের
দেহকে প্রভাবিত করে। অতএব দুটি প্রশ্ন জন্মে—(১) স্বাধীনতায় কোন যে দেহ
মনের মর্মে প্রভাবের কোন সম্বন্ধ তাহে? (২) এই সম্বন্ধের প্রকৃতি কী?

দেহ-মনের সম্বন্ধ-এর প্রশ্নের স্মৃতিঃ—

প্রথম স্মৃতি : 'The Principles of Philosophy' গ্রন্থে স্ফোৰ্ত্তের প্রশ্ন তুলেছেন—

আমরা স্বাধীনতায় জানি যে মন তার দেহের সত্ত্বা নিষিদ্ধতার স্মৃতি ১ স্ফোৰ্ত্ত
প্রমাণে অতিশয়তাত্ত্বিক প্রমাণের সহায়তায় নিষিদ্ধত, মন তার যা চিন্তা করে।
কিন্তু অতিশয়তাত্ত্বিক দেখি যে কার্যাত্মিক স্মৃতি, স্মৃতি, স্মৃতি প্রকৃতি মনে উপলব্ধিত
হয়। কিন্তু স্ফোৰ্ত্তের স্মৃতি মন থেকে দ্রুত হয় যা মনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না,
তাহলে নিশ্চয়ই মন প্রথম কোন দ্রব্যের সত্ত্বা স্মৃতি যা বিকৃত্য অথবা স্মারক

'Passion of the Soul' (একো-দেবার্থের বস্তু) হল মন

যা আমরা দেখে কোন বিষয় অত্যন্ত ভাল, খুব নয়, সমগ্র দেখে ভাল
খুব, মন অত্যন্ত অবিভাজ্য তর্ক সমগ্র দেখে খুব থাকে, বাস্তব কোন
অবস্থান হল মনের অবস্থান হয় না, সুতরাং-অস্বাভাবিক প্রমাণ মানবিক
না যে মন আমাদের তরকে বসায় বলে, যা দেখে কোন বিষয় অত্যন্ত
উপেক্ষিত থেকে মন দেখে পরিচালিত বলে, দেহ এবং মন নিবিড় সামর্থ্য
খুব। তখন নতুন অবস্থানে দেখিও উল্লেখন অনুমান আমাদের মতে
অনুরূপ বস্তু সমূহ হত। না, তবে অস্বাভাবিক মনে করেন যদি আমরা দেখে
সমগ্র অত্যন্ত মতে খুব-অস্বাভাবিক একটি বিষয় অত্যন্ত তা বেশি প্রমাণ
বিস্তার করে, সমগ্র দেখে নয়, মস্তিষ্কে সর্বপ্রকার অস্বাভাবিক
একটি অতিশুদ্ধ-পিনিয়াল গ্রন্থি হল দেহ-মনের একত্ববাদী,

পিনিয়াল গ্রন্থি এবং প্রাণ-মস্তিষ্ক দুমিলা পুরুষদর্শন,
দেবার্থের মতে-প্রাণবাস্তব হল এক ঝিল্লের দুই তরল পদার্থ যা দুইদুই
-লিঙ্গ মর্মে দিলে প্রবাহিত হলে পিনিয়াল গ্রন্থিতে সঞ্চার অনুবাহক বলে
ও মেগারিন থেকে সঞ্চার গ্রহণ করে, অর্থাৎ দেখে মতে মস্তিষ্কের দেহও
হল মস্তিষ্ক মতে, দেখে গতিও দুই হল দুমিস্টের মর্মে-দেবার্থ
সম্পূর্ণ, পোষা সমূহ হল গতির অর্থ এবং-অনুমান হল সঞ্চারের
অর্থ, দুয়োর বস্তুগুলি থেকে প্রাণবাস্তব গতিসম্পূর্ণ হয় এবং পিনিয়া
-ল গ্রন্থিতে প্রেরিত হওয়ার মনে সঞ্চারের সূচী হয়, মনও অস্বাভাবিক
নামাৎবে পিনিয়াল গ্রন্থিকে গতিমান করে-ঐচ্ছিক দিলে অর্থে,

দেবার্থের মতে, মস্তিষ্কের মর্মে দেহও মন নামক দুটি
'দ্রব' এক মিলিত হতে পেতেই দেবার্থে বস্তু। তিনিই হলেন প্রু
নিমিত্ত বস্তু, দেবার্থের মতে-প্রাণ সঞ্চার-দেবার্থ মস্তিষ্কের সঞ্চার
বস্তু, তিনি তা করেন-দেবার্থ আমাদের সঞ্চারে, অনুমান করেই,
পুরুষদেই দেবার্থ দুমিস্টবিশেষের এক অস্বাভাবিক-সঞ্চার করে ও সঞ্চার সঞ্চারে
আমের খুব করেন।